দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 19 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ...

রফিকুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রস্তাবকের একান্ত সাক্ষাতকার

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৯৯ সালের ১৭ নবেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৩০তম পূর্ণাঙ্গ জেনারেল কনফারেন্সে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। ভাষা আন্দোলনের দুই শহীদ রফিক ও সালামের নামেই ভ্যাঙ্কুভারস্থ অন্য দুইজন ভাষা প্রেমিক রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম এই দিবসটির স্বীকৃতি আদায়ে সীমাহীন পরিশ্রম করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এঁদের মধ্যে রফিকুল ইসলাম, কানাডার বহুভাষী ও বহুজাতিক সংস্থা "দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড"-এর সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রস্তাবক– জন্ম ১৯৫৩ সালে কুমিল্লা শহরের গনিলজ রাজবাড়িতে। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ছোটভাই শহীদ সাইফুল ইসলাম (সাফু) সম্মুখ সমরে শহীদ হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং বিষয়ে তিনি এমকম পাস করেন ১৯৮০ সালে। ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি সপরিবারে কানাডার ইমিগ্র্যান্ট হিসাবে ভ্যাঙ্কুভারে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে তিনি "ঘুষ ও অন্যায় উপার্জনমুক্ত বাংলাদেশ ফোরাম"-এর সাথে জড়িত।

আমীনুল ইসলাম মওলা

জাতিসংঘের মহাসচিবের পক্ষ থেকে রফিকুল ইসলাম সস্ত্রীক প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দফতরে বিশ্বের বিভিন্ন নেতার সাথে ২০০০ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের জন্য আমন্ত্রিত হন এবং উভয়ে সেখানে যোগদান করেন। বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের "একুশে পদক" যে ১১ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করেছে, তার মধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" ঘোষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কানাডীয় সংগঠন দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড-ই ছিল একমাত্র বিদেশী প্রতিষ্ঠান। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ ৩টি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমন কিছু ক্ষুদ্র মাতৃভাষা আছে, যেমন TUSCARORA ভাষা। কানাডাতে এ ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র ৭/৮ জন। সমগ্র বিশ্বে এ ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০০০ জন, তার মধ্যে উত্তর আমেরিকাতে রয়েছে মাত্র ৩০ জন। এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাষা যদি রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয়, হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই ওই জাতির নিজস্ব ভাষা হারিয়ে যেতে পারে। তাই আমার মনে হয়েছে, ছোট হোক বড় হোক, বিশ্বের সকল জাতির নিজস্ব মাতৃভাষাকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, সম্মান দেখানো যায়, এর একটা পথ বের করা দরকার। আমার মধ্যে একুশের চেতনা বার বার নাড়া দেয়। আমি সব সময় এ প্রসঙ্গে অন্য ভাষাভাষীদের আমাদের বাংলা ভাষার উদাহরণ দিয়েছি। আমরা বাঙালী, আমাদের পরিচয় প্রধানত ভাষাভিত্তিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক আগেই বিশ্ব দরবারে একে অধিষ্ঠিত করে গেছেন। অন্যদিকে, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমার মায়ের ভাষাকে, আমার মুখের বুলিকে আমরা এগিয়ে নিতে পারবই।

প্রশ্ন : মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য আপনি প্রাথমিকভাবে কি প্রচেষ্টা চালালেন?

রফিকুল ইসলাম : মাতৃভাষাগুলো যাতে পৃথিবী থেকে হারিয়ে না যায়, বিশ্বব্যাপী যাতে মাতৃভাষা গুরুত্ব পায়, তার জন্য আমি প্রথমে ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি আনানের কাছে একটি নির্দিষ্ট দিনকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসাবে ঘোষণা দেবার জন্য আবেদনপত্র পাঠাই। তাতে আমি উল্লেখ করি, বাঙালীরা ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি জীবন দিয়ে তাদের মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। মাতৃভাষার জন্য আত্মাহুতি দেয়া– পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিরল ঘটনা। সুতরাং, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করা যায় কিনা তা বিবেচনার জন্য আমি অনুরোধ করি।

প্রশ্ন : জাতিসংঘ এর উত্তরে আপনাকে কি জানাল?

রফিকুল ইসলাম : দুই সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর এলো। উত্তর লিখেছিলেন অফিসার ইনচার্জ, পাবলিক ইনফোয়ারিজ ইউনিট, ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনফরমেশন-এর হাসান ফেরদৌস, ভদ্রলোক বাঙালী। তিনি লিখলেন, জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী এই সংস্থা কোন ব্যক্তির আবেদন বিবেচনায় নিতে পারে না। আবেদন আসতে হবে জাতিসংঘের যে কোন সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে।

প্রশ্ন : রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যোগাযোগের জন্য কি করলেন?

রফিকুল ইসলাম : রাষ্ট্র পর্যায়ে আমার তেমন জানাশোনা ছিল না। তখন আরেক বাংলাদেশী আব্দুস সালামের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করি। আমাদের এ আন্দোলনে তাঁর অবদানও অসামান্য। তারপর অন্য ভাষাভাষী আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলি। সবাই উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সায় দেয়। এই পর্যায়ে আমরা নিজেদের সংঘবদ্ধ করার জন্য প্রাথমিকভাবে সাতটি ভিন্ন ভাষাভাষীর